দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ১০ JUL 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জ্ঞান দক্ষতা ও সামর্থ্যের সংকটে শিক্ষাব্যবস্থা

ড. মো. নাছিম আখতার

আপাত দৃষ্টিতে জ্ঞান ও দক্ষতাকে সমার্থক শব্দ বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এই দু'টি শব্দের ভিন্ন অর্থ আছে। জ্ঞান হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বই, গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো উৎস হতে জানার পরিমাণ। আর দক্ষতা হলো জ্ঞানের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক ক্ষমতা। এই প্রয়োগের মাধ্যমে আশানুরূপ ফল লাভ করা। উদাহরণস্বরূপ- প্রতিষ্ঠানের একজন ব্যবস্থাপক যার এমবিএ ডিগ্রি আছে। ব্যবসা বা অফিস ব্যবস্থাপনায় তার তত্ত্বীয় জ্ঞান আছে। এই পুঁথিগত বিদ্যা বাস্তব জীবনের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে যদি তিনি তার অফিসের বা প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটাতে পারেন তবে সেটাকে তার দক্ষতা বলা হবে। দক্ষতা হলো এমন একটি গুণ যা বিকশিত হয় কর্মশালা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সুতরাং দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটানো যায় লব্ধজ্ঞান সঠিকভাবে বিতরণের মাধ্যমে। সামর্থ্য হলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোনো কাজে উৎকর্ষতা সাধনের উচ্চ সীমা। উদাহরণস্বরূপ, একই শিক্ষকের নিকট পড়ে ও একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে কেউ নিম্নপদে কর্মরত আবার কেউ উচ্চপদে আসীন হচ্ছেন। সামর্থ্য একান্তভাবেই নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান অন্বেষণের পদ্ধতি ও লব্ধজ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতার ওপর। সামর্থ্যের সঙ্গে প্রকৃতি প্রদত্ত মেধাও সম্পর্কিত। সুতরাং শিক্ষা নীতি প্রণয়নের পূর্বে এই তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে।

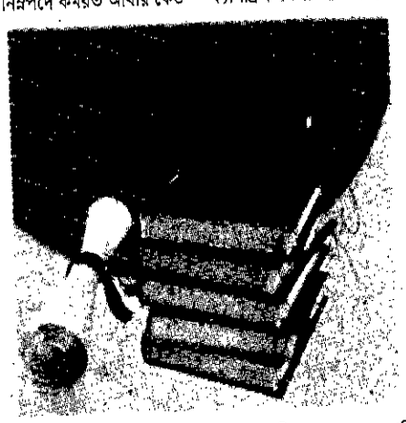

বর্তমান সৃজনশীল প্রশ্নের অবকাঠামো লক্ষ করলেই দেখা যায়, এধরনের জ্ঞানের দৈন্যতা সীমাহীন। ক ও খ প্রশ্নের উত্তর বইয়ে থাকে, গ ও ঘ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় উদ্দীপক থেকে এবং গ ও ঘ প্রশ্নে নম্বরের বণ্টন বেশি থাকে। মস্তিষ্ক থেকে কারো যদি কিছু সৃজিত না হয়, তাহলে কেবল উদ্দীপকের লাইনগুলো ওলট-পালট করে লিখে দিলেই নম্বর দেওয়ার বিধান রয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্য বাড়ছে তা ভাববার বিষয়। আমাদের দেশের গুণীজনেরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছেন পশ্চিমা বিশ্বের অনুকরণে। কিন্তু তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশ থেকে মেধা আমদানি ছাড়া পশ্চিমা বিশ্বের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়? প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা বিশ্ব ব্যবসা মনোভাবাপন্ন বলে আমাদের মেধা ও সম্পদকে তাদের দক্ষতা নির্ভর পরিবেশে পণ্যে রূপান্তর করে তাদের নামে ব্রান্ডিং করছে।

কফি সর্বাধিক উৎপাদিত হয় ব্রাজিলে। কিন্তু কফির নাম বলতেই নেস্‌ক্যাফে অর্থাৎ নেস্‌লে কোম্পানির নাম আসে সর্বাগ্রে। আবার আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে এশিয়ান প্রোগ্রামাররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কাজে পারদর্শী। কিন্তু সিলিকন ভ্যালি বলতে আমরা আমেরিকাকেই বুঝি। পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং হচ্ছে উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির রক্ষাকবচ। এটা তারা খুব ভালোভাবেই বোঝে। আমাদের দেশ থেকে মেধা পাচার দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। আগে যারা গেছেন তারাতো আর সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়েননি। কর্মক্ষেত্রে তাদের সুনাম বেশি বইতো কম ছিল না। বর্তমানে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাস করা শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গণ্ডিতে পা রাখে তখন আমরাই বিপাকে পড়ি। অনেক সময় নির্ধারিত আসন পূর্ণ করাটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর যে দেশ দুটোকে আমরা জনবহুল বলছি সেগুলো হলো চীন ও ভারত। চীন, ভারত ও বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে যথাক্রমে ১৪৩ জন, ৩৬৮ জন এবং ১০৮৪ জন। তিনটি দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসরত জনসংখ্যার তুলনামূলক চিত্রে প্রতীয়মান হয় যে, চীনের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব সাড়ে ৭ গুণ এবং ভারতের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। সুতরাং আমরা বিশ্বব্যাপী জনশক্তির রপ্তানিকারক। তাই দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো প্রকার দুর্নীতি ও শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বৈরি আবহাওয়ায় ইউরোপ যখন বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে, তখন আমরা মত্ত ছিলাম ভোগবিলাসে। তারই ফলে ইংরেজরা আমাদেরকে দু'শ বছর শাসন করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১১৬৭ এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১২০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন আমাদেরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু আমরা সবখানে পশ্চিমা বিশ্বের অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকেও আরামপ্রিয় এবং অমনোযোগী করে তুলছি। মানহীন করে তুলছি আমাদের উচ্চ শিক্ষাকে।

সম্প্রতি 'সান্ধ্য কোর্সে নিম্নমানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে' শিরোণামে প্রকাশিত সংবাদপত্রের একটি খবরে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ কয়েকটি বিভাগের বিরুদ্ধে নামে-বেনামে অসংখ্য সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর শ্রেণি খোলা ও কখনো ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া নিম্নমানের শিক্ষার্থী ভর্তি করার অভিযোগ করেছেন। তিনি এই শ্রেণির শিক্ষকদের অভিহিত করেছেন 'শিক্ষক-দোকানদার' হিসেবে। তিনি বলেন, তাঁরা জ্ঞান ও দক্ষতার পার্থক্য জানেন না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে গেছেন। তাছাড়া দুর্নীতি এবং বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বাড়ছে হতাশা। ফলে প্রকট হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামর্থ্যহীনতা। এমনও হতে পারে এটা কোনো বড় শক্তির কূটকৌশল। এতে কখনই আমরা দিগ্বিজয়ী জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করতে পারব না। কোনো জাতির পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাদের সম্পদ নয়, বরং তাদের মেধার উন্মেষ। উদাহরণস্বরূপ- মধ্যপ্রাচ্যের কথা ধরা যেতে পারে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বেশিরভাগ কাজের জনসম্পদ আমদানিনির্ভর। তাই অফুরন্ত সম্পদের মালিক হয়েও তাদেরকে প্রতিনিয়ত কর দিতে হচ্ছে সামরিকভাবে শক্তিশালী জাতি বা গোষ্ঠীকে। তাই শিক্ষানীতিকে ভালোভাবে ঢেলে না সাজালে আমরা দু'শ বছর আগেও যেমন পশ্চিমাদের উপনিবেশ ছিলাম, এখনো তাদের উপনিবেশের অধিবাসী হিসেবেই থাকব। শুধু এর রূপ হবে ভিন্ন। তাই আমাদের সময় এসেছে ভাববার- শিথিল শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, সঠিক এবং দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই দেবে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য নতুন উপনিবেশ গড়ার সাহস, শক্তি ও উদ্দীপনা।

● **লেখক : কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর**